সংবাদ

তারিখ 20 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

জঙ্গিদের রাসায়নিক সরবরাহ

ঢাবি ল্যাব সহকারী ও তিন ব্যবসায়ী গ্রেফতার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনকে বিস্ফোরক বানানোর রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রির (সরবরাহের) অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ল্যাব সহকারী ও তিন রাসায়নিক বিক্রেতাকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি দক্ষিণ) উপ-পুলিশ কমিশনার মাশরুকুর রহমান খালেদের নির্দেশনায় অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার সানোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এ গ্রেফতার অভিযান চলে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের ল্যাব সহকারী গাজী মোহাম্মদ বাবুল, টিকাটুলির রাসায়নিক বিক্রির দোকান এশিয়া সায়েন্টিফিকের মালিক রিপন মোল্লা, ওয়েস্টার্ন সায়েন্টিফিক কোম্পানির ব্যবস্থাপক মহিউদ্দিন এবং এফএম কেমিকেলসের মালিক মো. নাসির উদ্দিন।

গতকাল ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে গ্রেফতারকৃতদের হাজির করে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডিএমপির মুখপাত্র যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মনিরুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে মনিরুল ইসলাম জানান, গত ৭ জুন হুজি ও আনসারউল্লাহ বাংলাটিমের ৯ জঙ্গিকে গ্রেফতার কর হয়। ওই ৯ জনের মধ্যে বোমা বিশেষজ্ঞ জঙ্গিদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা

ঢাবি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

ঢাবি : ল্যাব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যায়, তারা শুক্রবার গ্রেফতার হওয়া ৪ ব্যক্তির কাছ থেকে বিস্ফোরক তৈরির রাসায়নিক দ্রব্য কিনেছে। জঙ্গিদের কাছে টাকার বিনিময়ে রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জঙ্গিদের কাছে টাকার বিনিময়ে রাসায়নিক সরবাহ করেছে বলেও নিশ্চিত হওয়া গেছে।

যুগ্ম কমিশনার মনিরুল বলেন, স্কুল-কলেজ বা কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য কিনতে হলে ওই প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত প্যাডে, প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম সম্বলিত সিল ও সইসহ কাগজ জমা দেয়ার নিয়ম রয়েছে কিন্তু গ্রেফতার হওয়া দোকান মালিকরা এসব তথ্য যাচাই না করেই টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রি করেছেন জঙ্গিদের কাছে। এসব রাসায়নিক দিয়ে বিস্ফোরক তৈরি হয়।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাব সহকারীর মাধ্যমে প্রাক্তন ছাত্র পরিচয় দিয়ে রাসায়নিক দোকানদারদের কাছ থেকে বিস্ফোরক কেনা হয়েছিল।

মনিরুল ইসলাম বলেন, শুধু টাকার বিনিময়ে গ্রেফতারকৃতরা জঙ্গিদের কাছে রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রি করেছে না তাদের সঙ্গে জঙ্গিদের আদর্শিক কোন মিল রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অভিযান পরিচালনাকারী অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার সানোয়ার হোসেন জানান, ইতোমধ্যে ঢাকাসহ সারাদেশে যত রাসায়নিক দোকান মালিক ও কারখানা রয়েছে সব দোকানের নাম ও মালিকের নাম পরিচয়সহ বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ওই তালিকা পুলিশ সদর দফতরের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। এ রাসায়নিক দোকানগুলোর উপর পুলিশী নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আমরা জানার চেষ্টা করছি কোন রাসায়নিক দোকান থেকে কে কি কাজে রাসায়নিক বা বিস্ফোরক দ্রব্য ক্রয় করছে।